প্রাক্‌কথন

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা সান্মানিক নিয়ে পড়ার সময় থেকেই বাংলা প্রবন্ধের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তারপর সেই মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে পাঠ গ্রহণ করি। সেখানে দুবছর অধ্যয়নের সময় থেকেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধগুলি আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখায় এবং সেই বিষয়টি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়কে জানাই। তখনই তিনি আমাকে অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণা করার কথা বলেন। আমি সানন্দে রাজি হয়ে যাই। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায় উপন্যাস, ছড়া, গল্প, নাটক লিখলেও তাঁর প্রবন্ধকেই কেন গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি এমন প্রশ্ন থেকেই যায়। আসলে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধগুলিতে তাঁর রচিত ছড়া, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ইত্যাদি আধুনিক সাহিত্যের সংরূপগুলি নিয়েও নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সে কারণেই তাঁর প্রবন্ধকে পি.এইচ.ডি -এর গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করি।

বিশেষ করে রবীন্দ্রোত্তর প্রাবন্ধিকের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধে রবীন্দ্রোত্তর প্রবন্ধের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য যেমন পাওয়া যায় তেমনি দেশি-বিদেশী মনীষীদের কর্মজীবন ও তার মূল্যায়ন নিয়ে কম প্রাবন্ধিকই প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর প্রবন্ধ। অর্থাৎ তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে সুন্দর সমীকরণে মিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। যা উত্তরসূরীদের কাছে মহামূল্যবান সম্পদ। তিনি সাহিত্যশাস্ত্রী, চিন্তাবিদ ও জীবন শিল্পী। তাই তিনি তাঁর সাহিত্যে জীবন, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন। আমাদের ভাবিয়েছেন। আর তাঁর ভাবনা চিন্তাকে জীবনের মধ্য দিয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করে সাহিত্যের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করেছেন মানবজীবনের সমগ্ররূপকে। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষণা কর্মটি সাতটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। আর সর্বশেষ অধ্যায়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রাবন্ধিক সত্তার সার্বিক মূল্যায়ন করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিজীবন ও প্রাবন্ধিক সত্তার যোগসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

তৃতীয় অধ্যায় : অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ : অন্নদাশঙ্করের মননভূমি

চতুর্থ অধ্যায় : শিল্প সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ : অন্নদাশঙ্করের সমালোচকসত্তা

পঞ্চম অধ্যায় : বিভিন্ন মনীষীর জীবনদর্শন কেন্দ্রিক প্রবন্ধ : অন্নদাশঙ্কর রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি

ষষ্ঠ অধ্যায় : নিজের জীবনদর্শন কেন্দ্রিক প্রবন্ধ : জীবনদর্শনের নির্মাণ

সপ্তম অধ্যায় : অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ : আঙ্গিক ও শৈলী বিচার

উপসংহার :

আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য যিনি আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মূল্যবান সুপরামর্শ দিয়ে নানাভাবে প্রতিমুহূর্তে সহায়তা করে গবেষণা কর্মে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়। এছাড়া বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ, অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা, অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায়, অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল মহাশয় আমার গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন। অন্যদিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অতনু শাসমল ও রীতা মোদক আমাকে গবেষণা কর্মে নানা সুপরামর্শ দিয়ে প্রতিমুহূর্তে সাহায্য করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা। পেয়েছি আমার দাদার সহযোগিতাও। আমার গবেষণা কর্মে নানা গ্রন্থ ও সুমতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন কলকাতার পুনশ্চ-এর কর্তা শ্রদ্ধেয় সন্দীপ নায়ক মহাশয়। আমার কাছের দাদা ড. চিরঞ্জীব মুখার্জি ও অধ্যাপিকা সায়নী রাহা বিভিন্ন গ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গবেষক দাদা বন্ধু ও ভাইরা আমার গবেষণা কর্মে নানাভাবে সাহায্য করেছে। বাংলা বিভাগের গবেষক বন্ধু উজ্জ্বল শীল এবং ভাইদের মধ্যে এহেসানুল্লা হক, সুব্রত পাল, নবীন দাস, ইউনুস মিঞা, মনোজিৎ বর্মন, তাপস মণ্ডল, দীপ চন্দ বিশেষভাবে আমাকে গবেষণার কাজে উৎসাহ দিয়েছে। প্রুফ সংশোধন করে আমাকে সাহায্য করেছে ভ্রাতৃসম প্রসেনজিৎ দাস ও তুফান রায় এবং কবি বন্ধু শিবনারায়ণ রাউত। সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও খুব কম সময়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে আমার ভ্রাতৃসম সুজিৎ রায়। তাকেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

তারিখ: ৩৬.০৩.২০১৭ ইং

উত্তম দাস

উত্তম দাস